ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে
সুশাসন ও শুদ্ধাচার

২ আশ্বিন ১৪২৫

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রেক্ষাপট

- সুশাসন ও শুদ্ধাচার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত
- জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ
  - "টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ" (এসডিজি ১৬)
  - "সব প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ হ্রাস করা" (১৬.৫); "সব স্তরে কার্যকর, দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান" (এসডিজি ১৬.৬); "সব স্তরে সংবেদনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্তগ্রহণ" (১৬.৭); "জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা ও মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা" (১৬.১০)
- দেশে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ - গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক দল অন্যতম; শুদ্ধাচার কৌশলে এসব দলের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন ও নির্বাচনের পর তার যথাযথ বাস্তবায়নের সুপারিশ
- আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ও আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবসের প্রেক্ষিতে সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা

কার্যপত্রের উদ্দেশ্য, আওতা ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

কার্যপত্রের উদ্দেশ্য

- সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার ও তার প্রেক্ষিতে বাস্তবতা পর্যালোচনা
- আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার সংক্রান্ত সুপারিশ প্রস্তাব

আওতা

- একাদশ সংসদ নির্বাচনে সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী প্রধান রাজনৈতিক দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জাতীয় পার্টি (জাপা) এবং অন্যান্য দলের নির্বাচনী ইশতেহার
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঘোষিত ইশতেহার

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

- প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ, নির্বাচনী ইশতেহার, সংবাদ ও সংবাদ পর্যালোচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ
- বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাবেক নির্বাচন কমিশনার, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সংবাদমাধ্যম কর্মীদের সাক্ষাৎকার

রাজনৈতিক দল, সুশাসন ও শুদ্ধাচার: মূল ধারণা

রাজনৈতিক দল

- প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের যথাযথ কার্যকরতার জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান - আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক দল ছাড়া অকল্পনীয়
- বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের মূল বৈশিষ্ট্য - রাজনৈতিক মত প্রচার বা কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা করা; এ উদ্দেশ্যে তাদের অঙ্গীকার নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে প্রকাশ করা
- রাজনৈতিক দলের মূল উদ্দেশ্য নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়া
- প্রধান ভূমিকা - জনগণের স্বার্থ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যস্ত করা, সরকার গঠন করা, নীতিগত অবস্থান ও কার্যক্রম তৈরি করা, রাজনৈতিক নিয়োগ ও সামাজিকীকরণ, প্রতিনিধিত্ব করা, সরকারের সাথে জনগণের যোগাযোগ করানো, ক্ষমতাকে বৈধতা দেওয়া ও জাতীয় ঐক্য তৈরিতে সহায়তা করা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা, রাজনৈতিক বিষয়ভিত্তিক আন্দোলন সংগঠন করা - সার্বিকভাবে গণতন্ত্রায়ণে সহায়তা করা
- সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা - সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, বিরোধী দল হিসেবে সরকারের সমালোচনা করা, জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় উত্থাপন ও আলোচনা করা

রাজনৈতিক দল, সুশাসন ও শুদ্ধাচার: মূল ধারণা

সুশাসন

- এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক তাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে, আইনি অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, নির্দ্বিধায় দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং ভিন্নমত পোষণ করতে পারে
- সুশাসনের উপাদান
  - অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, সক্ষমতা ও কার্যকরতা
  - এছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সংঘাতের অনুপস্থিতি, সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা, সমঝোতা, এবং সমতা ও অন্তর্ভুক্তি সুশাসনের উপাদান হিসেবে গণ্য

শুদ্ধাচার

- নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ
- সার্বিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যতম অনুষঙ্গ রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা - আর্থিক স্বচ্ছতা, তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অডিট, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতি (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২)

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির প্রক্রিয়া

- সাধারণ প্রক্রিয়া
  - নির্বাচনের আগে কোনো দলের নির্বাচনী কমিটির অধীনে সাব-কমিটি গঠন - নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির দায়িত্ব
  - খসড়া নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি ও কমিটিতে আলোচনা
  - আলোচনার ভিত্তিতে খসড়া সংশোধন ও দলের সভাপতির কাছে পেশ
  - সভাপতির মতামতের ভিত্তিতে আবার সংশোধন ও চূড়ান্তকরণ
  - চূড়ান্ত নির্বাচনী ইশতেহার দলীয় সভাপতির অনুমোদনক্রমে ঘোষিত
- বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কয়েকজনের ওপর নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির দায়িত্ব - খসড়া দলীয় উচ্চপর্যায়ে আলোচিত; দলীয় প্রধানের মতামতের ভিত্তিতে সংশোধিত; সব ক্ষেত্রেই দলীয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দলের তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মতামত নেওয়ার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুপস্থিত

সুশাসন ও শুদ্ধাচার: রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

- ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত*
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহার - মূল বিষয় স্বায়ত্তশাসন; সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা
- প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭৩) - গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা
- দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭৯) - মূল অঙ্গীকার সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
- তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৮৬) - সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা
- পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১) - গণতান্ত্রিক সরকার ও বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন, এবং সংবিধানের কার্যকরতা নিশ্চিত করা

* চতুর্থ (১৯৮৮) ও ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬) ছাড়া সব সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

সুশাসন ও শুদ্ধাচার: রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (চলমান)

- সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬) - গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা; দলীয় প্রভাব ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন; স্বাধীন বিচার বিভাগ; স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রীয় রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র; সব নাগরিকের সমান অধিকার খর্ব করে এমন আইন বাতিল
- অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০০১) - গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সংসদে নারীদের আসন বাড়ানো; স্বাধীন দুর্নীতি দমন পরিষদ প্রতিষ্ঠা; ন্যায়পাল নিয়োগ; ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা
- নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০০৮) - '২০২১ সালের রূপকল্প: দিনবদলের সনদ' - মূল অগ্রাধিকার গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা:
  - প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা
  - আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা
  - বিচার বিভাগের দৃশ্যমান স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা
  - দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, সব ধরনের ঘুষ-চাঁদাবাজি ও দুর্নীতি দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে আনা
  - ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা
  - তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অঙ্গীকার

সুশাসন ও শুদ্ধাচার: রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (চলমান)

- দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০১৪)
  - সংসদকে কার্যকর করা ও সংসদের ভেতরে-বাইরে সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন
  - ন্যায়পাল নিয়োগ; মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকর করা
  - সরকারের সব পর্যায়ে ই-গভার্নেন্স প্রবর্তন
  - বিচার বিভাগ ও দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; সব ধরনের ঘুষ-চাঁদাবাজি ও দুর্নীতি দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
  - তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমের অপব্যবহার রোধে আইন ও নীতি তৈরি

ইশতেহারের সার্বিক বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

- প্রত্যেক ইশতেহারে মূল কেন্দ্রবিন্দু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা; পরবর্তীতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অঙ্গীকার ইশতেহারে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করা যায়
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধের অঙ্গীকার ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করা যায়
- পরবর্তীতে সাম্প্রতিক বিষয় যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার রোধ, ই-গভার্নেন্স ইত্যাদি যুক্ত

সুশাসন ও শুদ্ধাচার: রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

- ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত*
- দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৯ দফা ইশতেহার - গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা; প্রশাসনের সব স্তরে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন
- পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন - ন্যায়পাল নিয়োগ, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা ও সব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য উন্মুক্ত করার মাধ্যমে দুর্নীতি দমন
- সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন - গণতান্ত্রিক ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা; জবাবদিহিমূলক প্রশাসন; স্বাধীন বিচার বিভাগ; তথ্যের অবাধ প্রবাহ; প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ; ইউনিয়ন পরিষদকে কর্মক্ষম, গতিশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করা; গ্রাম সরকার প্রবর্তন

* তৃতীয়, চতুর্থ ও দশম সংসদ নির্বাচন বর্জন

সুশাসন ও শুদ্ধাচার: রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

বিএনপি (চলমান)

- অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
  - মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসনে নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি
  - ন্যায়পাল নিয়োগ, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা, সব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য উন্মুক্ত করা
  - নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা
  - রাষ্ট্রায়ত্ত রেডিও ও টেলিভিশনের প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা
  - গ্রাম সরকার প্রবর্তন
  - সংসদে নারীদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে আসন বাড়ানো
- নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
  - সুশাসনের কেন্দ্র হিসেবে সংসদের ভূমিকা বাড়ানো; বিরোধী দলের সাথে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা; বিষয়ভিত্তিক ব্যতীত ওয়াক-আউট ও অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে সাংবিধানিক বিধি-নিষেধ আরোপ
  - দুর্নীতির উৎস বন্ধ করা, সরকারের সব কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সব সংসদ সদস্যের সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করা; দুদকের স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি তৈরি করা
  - সব ধরনের দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন; প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ; গ্রাম সরকার প্রবর্তন
  - বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও ডিজিটাল কেস ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন

সুশাসন ও শুদ্ধাচার: রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

ইশতেহারের সার্বিক বিশ্লেষণ: বিএনপি

- দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য উন্মুক্ত করা, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য
- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে সংসদকে কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রমের উল্লেখ

সুশাসন ও শুদ্ধাচার: রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

জাতীয় পার্টি (জাপা)

- ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত*
- উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার - নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা; উচ্চ আদালতে বিচারকের সংখ্যা বাড়ানো; সব ধরনের 'কালো আইন' বাতিল করা; গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; সংসদে নারীদের আসন ৬৪টি করা; উপজেলা আদালতসহ পূর্ণ উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
- দশম সংসদ নির্বাচনে ওপরের অঙ্গীকারগুলোসহ 'প্রাদেশিক কাঠামো' ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় জন-প্রতিনিধিদের ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার

ইশতেহারের সার্বিক বিশ্লেষণ: জাপা

- প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করার ধারাবাহিক অঙ্গীকার

* প্রতিষ্ঠার পর থেকে ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬) ছাড়া সব সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ - ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি করা হয় নি

সুশাসন ও শুদ্ধাচার: রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

অন্যান্য দল

- **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (২০০৮, ২০১৪)** - সংসদ কার্যকর করা (স্থায়ী কমিটির গণশুনানি, ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন); তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন; আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা (পুলিশ কমিশন গঠন); স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ও দলীয় প্রভাবমুক্ত প্রশাসন; দুর্নীতি দমন (দুদকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ, দুর্নীতির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বিশেষ নজরদারি); ধর্মীয় স্বাধীনতা; ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা নিষিদ্ধ করা
- **ওয়ার্কার্স পার্টি (২০১৪)** - প্রশাসনের সব স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; ই-গভার্নেন্স প্রবর্তন; দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন; দুর্নীতি রোধ (রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার রোধ, অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত); প্রশাসনের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ; দুর্নীতি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত বিচার বিভাগ; মেধার ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগ; দ্রুত বিচার; কার্যকর সংসদ (নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন); তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা
- **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (২০০৮)** - ঘুষ-দুর্নীতি কমানো; ন্যায়পাল ব্যবস্থা চালু; দুদকের সক্ষমতা বাড়ানো; ক্ষমতার কার্যকর গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, প্রশাসনের কাঠামো পুনর্বিন্যাস; সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি
- **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮)** - বিচার বিভাগের স্বাধীনতা; আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইনি কাঠামো পরিবর্তন; জাতীয় সরকার গঠন; অবৈধভাবে অর্জিত সকল অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা; সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা; সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতা নিশ্চিত করা প্রদান; রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনা; সামাজিক নিরাপত্তা; স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন; সম্পদের হিসাব প্রকাশ

সুশাসন ও শুদ্ধাচার: রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

অন্যান্য দল (চলমান)

- **গণফোরাম (২০০৫)** - আইনের নিরপেক্ষ ও কার্যকর প্রয়োগ, মৌলিক অধিকার পরিপন্থী সকল আইন ও বিধি বাতিল; বিচার বহির্ভূত হত্যা বন্ধ; প্রশাসন ও বিচার বিভাগের দলীয়করণ বন্ধ, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান; নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা; জাতীয় সংসদকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু করা, সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; সর্বস্তরের স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ও ক্ষমতায়ন করে শক্তিশালী ও কার্যকর করা; মন্ত্রী, এমপিসহ সকল দলে রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি ও আমলাদের সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ ও তার নিয়মিত তদারকি; ঋণ খেলাপি ও দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, অসদুপায়ে অর্জিত সকল অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা; সংবাদপত্র ও রেডিও-টেলিভিশনকে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান; অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা
- **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (২০০৮)** - রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া; রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, জাতীয় সংহতি ও কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠাকল্পে দলভিত্তিক সংসদ নির্বাচন; রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও নির্বাচনী ইশতেহারের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কমিশন গঠন; সকল পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সম্মানজনক বেতন ভাতা, আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও পদোন্নতি; উপজেলা আদালতসহ পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন; এবং সকল গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং গণ-মাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

নির্বাচনী অঙ্গীকারের বিপরীতে বাস্তবতা

সুশাসন প্রতিষ্ঠা

- দুর্নীতিবিরোধী প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার - দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত করে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন; জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা
- দুর্নীতিবিরোধী ও দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক আইন ও নীতি প্রণয়ন
  - জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২
  - সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪, সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬ ও বিধিমালা ২০০৮, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১, অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ - সংসদ সদস্যপদ প্রার্থীদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা; নির্বাচন ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা; সরকারি প্রতিষ্ঠানে নাগরিক সনদ প্রবর্তন; সরকারি বিভিন্ন সেবা ও ক্রয়ে ডিজিটালাইজেশন প্রবর্তন; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট প্রবর্তন; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গণশুনানি প্রবর্তন
- সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি
- প্রশাসনিক শুদ্ধাচার চর্চার উদ্যোগ - বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সততা পুরস্কার নীতি ২০১৭
- রাজনৈতিক দলগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার উদ্যোগ - গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ সংশোধন; সবগুলো দলের বার্ষিক আর্থিক তথ্য ও নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনে দাখিল

নির্বাচনী অঙ্গীকারের বিপরীতে বাস্তবতা

সুশাসন প্রতিষ্ঠা (চলমান)

- যথেষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সত্ত্বেও দুর্নীতির বিস্তার - বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দুর্নীতি; সরকারি সেবা খাতে ঘুষ ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার ধারাবাহিক উচ্চ হার (টিআইবি জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ অনুযায়ী সেবাগ্রহীতা খানার ৬৬.৫% দুর্নীতির শিকার); সুশাসন ও দুর্নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ও অবস্থান নিম্ন
- দুর্নীতিবিরোধী আইনের প্রয়োগে রাজনৈতিক শুদ্ধাচারে ঘাটতি ও কাঠামোগত বাধা সৃষ্টি - আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতির বিধান; জবাবদিহিতা সঙ্কুচিত করার ব্যবস্থা
- সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংসদকে প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর করতে না পারা - স্থায়ী কমিটির অনিয়মিত বৈঠক; সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণের ঘাটতি; সংসদ সদস্যদের মত প্রকাশে কাঠামোগত বাধা; সংসদে বিরোধী দলের বয়কট থেকে শুরু করে আত্মপরিচয়ের সংকটাপন্ন বিরোধীদলীয় সংস্কৃতি; সংসদ সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে তুলনামূলকভাবে অধিকতর আগ্রহের সংস্কৃতি; সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আইনের ঘাটতি; স্থায়ী কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব
- রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ - আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, মহাহিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয়, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন

নির্বাচনী অঙ্গীকারের বিপরীতে বাস্তবতা

সুশাসন প্রতিষ্ঠা (চলমান)

- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতির প্রভাব - প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি; একই প্রভাবে বিভিন্ন সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য নিয়োগ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলীয় রাজনীতির প্রতিফলন
- অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ
  - গণমাধ্যম, ব্যবসায়, নাগরিক সমাজ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ তৈরি
  - আইনের মাধ্যমে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে নিয়ন্ত্রণ (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০১৩, বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৬, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮)
- মানবাধিকার লঙ্ঘন বা নিয়ন্ত্রণ করে এমন আইন বা আইনের ধারা বাতিল না করা (বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪)
- ন্যায়পাল নিয়োগ না দেওয়া; কর ন্যায়পাল নিয়োগ দেওয়ার পর তা বিলুপ্ত করা
- রাজনৈতিক দলগুলো অডিটকৃত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে দাখিল করলেও আর্থিক তথ্য প্রকাশের দৃষ্টান্ত নেই

নির্বাচনী অঙ্গীকারের বিপরীতে বাস্তবতা

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

- বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা - সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন; সামরিক শাসকের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বর্জন
- নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও বর্জন
- সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা - নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন
- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে সংসদ ও স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতির আংশিক বাস্তবায়ন
- ক্ষমতাকে একচ্ছত্রভাবে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা
- ক্ষমতায় থাকাকালীন নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার প্রবণতা - নির্বাচনে হেরে গেলে ফলাফল মেনে না নেওয়ার প্রবণতা; দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হ্রাস
- বেশিরভাগ দলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চায় ঘাটতি - নেতৃত্ব নির্বাচন, সম্মেলন আয়োজন, স্থানীয় কমিটি গঠন, প্রার্থী মনোনয়ন, নারীদের অংশগ্রহণ

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার প্রেক্ষাপটের সাথে পরিবর্তিত - ১৯৭০-এর নির্বাচনে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; ১৯৭৫-এর পর থেকে গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা; ১৯৯০-এর দশকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও একে কার্যকর ও শক্তিশালী করা, সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম আরও দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ করার অঙ্গীকার
- বেশিরভাগ দলের ইশতেহারে দুর্নীতি দমন ও সুশাসন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার প্রধানত সপ্তম সংসদ নির্বাচনের সময় থেকে - পরবর্তীতে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার; স্বাধীন দুর্নীতি দমন সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও প্রতিরোধের অঙ্গীকার
- বেশিরভাগ দলের বিশেষ কয়েকটি অঙ্গীকার পুনরাবৃত্তি - ন্যায়পাল নিয়োগ (এএল, বিএনপি), ‘কালো আইন’ বাতিল (এএল, জাপা), স্বাধীন বিচার বিভাগ (এএল, বিএনপি, জাপা), স্বাধীন গণমাধ্যম (এএল, বিএনপি, জাপা), জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ ও গ্রাম সরকার প্রবর্তন (বিএনপি), উপজেলা আদালত ও প্রাদেশিক সরকার গঠন (জাপা)
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ঘাটতি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কোনো কোনো অঙ্গীকার পূরণ হলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঙ্গীকার কখনোই পূরণ করা হয় না (কার্যকর সংসদ, ন্যায়পাল নিয়োগ, ‘কালো আইন’ বাতিল, জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ, রাষ্ট্রায়ত্ত রেডিও ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন); বিতর্কিত বা নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রণয়ন (বাক-স্বাধীনতা, মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করা)
- বিরোধী দল হিসেবে ইশতেহারে অঙ্গীকারকৃত সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও শুদ্ধাচার চর্চার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনের ফলাফলে ইশতেহারের প্রভাব লক্ষণীয়, যদিও অনেকক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে ইশতেহার প্রণয়ন ও প্রকাশ

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ

১. সরকার গঠনকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে পূর্ববর্তী নির্বাচনে দেওয়া অঙ্গীকার কতটুকু পূরণ করেছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে

২. নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন না করতে পারলেও বিরোধী দল হিসেবে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা থাকবে তা ইশতেহারে স্পষ্ট করতে হবে

৩. প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র অনুসরণ করে কর্মপরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে, এবং প্রতিবছর তা পর্যালোচনা করতে হবে

৪. রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে গণতন্ত্র ও সুশাসনের বিদ্যমান ঘাটতি পূরণে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার করতে হবে। এসব অঙ্গীকার কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তার সুনির্দিষ্ট রূপরেখাও থাকতে হবে

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ

৫. সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিচের বিষয়গুলো নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে -

ক. সংসদ, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৬)

- সংসদে সরকারি দলের একচ্ছত্র ভূমিকার চর্চা নিরুৎসাহিত করতে বৈধ ও আগ্রহী সকল দলের কার্যকর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ও নির্বাচিত সকল দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; দলীয় প্রধান, সরকার প্রধান ও সংসদ নেতা একই ব্যক্তি না হওয়া
- বিরোধী দলকে সংসদীয় কার্যক্রমে আরও বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া (ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটিসহ এক-তৃতীয়াংশ কমিটিতে বিরোধীদলীয় সদস্যকে সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন)
- সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়ন; সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও এ সকল তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করা
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিহার করা; উদাহরণস্বরূপ একইসাথে শ্রমিক বা মালিক ইউনিয়নের নেতা ও মন্ত্রীত্বের পদে আসীন না হওয়া; জনপ্রতিনিধি বা সরকারি পদে আসীন হয়ে সরকারি অর্থে পরিচালিত কোনো লাভজনক কর্মকাণ্ডে নামে-বেনামে সম্পৃক্ত না হওয়া
- সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা ও এসব তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা
- রাজনৈতিক দলগুলোর সকল পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা বৃদ্ধি করা; দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা; রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত করা

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ

খ. দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার চর্চা সংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৪, ১৬.৫)

- দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সব সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ সব প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও কমিশনার/সদস্যসহ সকল নিয়োগ/ নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, গোষ্ঠীস্বার্থ এবং দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা পরিহার করা ও প্রয়োজনে সংস্কার করা
- এমন কোনো আইনি সংস্কার না করা যা দুদকের স্বাধীনতা ও কার্যকরতা খর্ব করতে পারে
- সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি প্রক্রিয়া মেধা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা
- রাজনৈতিক বিবেচনায় দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অপরাধের মামলা প্রত্যাহার বন্ধ করা
- জাতীয় বাজেটে কালো টাকাকে বৈধতা না দেওয়া; পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত নিয়ে আসা
- সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে ও গুরুত্বপূর্ণ খাত ও প্রতিষ্ঠানে ন্যায়পাল নিয়োগ করা
- উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
- রাজনৈতিক প্রভাববর্জিত, বাস্তবসম্মত এবং জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ প্রকল্প প্রণয়ন করা - প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততার চর্চা প্রতিষ্ঠিত করা; প্রকল্পের বাস্তবায়নে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানে নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করা; ক্রয় প্রক্রিয়া রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা ও স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ বা প্রভাব বন্ধ করা; ই-প্রকিউরমেন্টের পূর্ণ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ক্রয় নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংস্কার করা

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ

গ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৩)

- বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় পেশাদারী উৎকর্ষ ও কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও পরিপূরক কৌশল গ্রহণ এবং সকল অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করা
- বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত করে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করা
- বিচার বিভাগের জন্য নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন করা; সৎ, মেধাবী, সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ ব্যক্তিদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা
- উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর প্রয়োগ করা
- মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এমন সব ধরনের আইন ও বিধি বাতিল করা; জবাবদিহিতা সঙ্কুচিত করে এমন আইন ও বিধি বাতিল করা
- বিচার-বহির্ভূত হত্যা, গুম, নির্বিচারে আটকসহ সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ

ঘ. জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৭)

- কেবলমাত্র যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে জনপ্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন করা; প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ, প্রশাসনসহ সকল সরকারি খাতে আধুনিক কর্মী মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনা নিশ্চিত করা
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্ষমতায়িত, গতিশীল ও দায়বদ্ধ করার লক্ষ্যে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা
- উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা করার বিধান রহিত করা

ঙ. নারী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.৭)

- রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য ধর্ম ও নারী, শিশু ও শিক্ষার্থীদের ব্যবহার বন্ধ করা
- সব পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের প্রতি বৈষম্যমূলক সব আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কার করা
- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে নারীদের কার্যকর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা; সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৩৩% করা ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া; পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ

চ. তথ্য অধিকার, মত প্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংক্রান্ত অঙ্গীকার (এসডিজি ১৬.১০)

- তথ্যের অভিগম্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কোনো আইন প্রণয়ন না করা; তথ্য অধিকার আইনবিরোধী এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পরিপন্থী বিভিন্ন নিবর্তনমূলক উপধারা বাতিল করা
- এমন কোনো আইন না করা যা মুক্ত ও স্বাধীন মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের পরিপন্থী বিশেষকরে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নিবর্তনমূলক সকল ধারা এবং বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৪ ধারাসহ মতপ্রকাশ ও সংগঠন করার সাংবিধানিক অধিকার খর্বকারী সকল আইন ও আইনের ধারা বাতিল করা; গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ব্যবসা, রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য অপ্রকাশযোগ্য বিষয়ের জন্য ব্যতিক্রম সাপেক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনী ও সকল প্রকার গোয়েন্দা সংস্থা, এবং গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করা
- সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করা
- তথ্য সরবরাহ ও তথ্যের চাহিদা, উভয় ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা
- জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের ব্যাপক প্রচার ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ
- সরকারি মালিকানাধীন বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা

ধন্যবাদ